

রবীন্দ্রনাথ ও একাল

অর্ণব দত্ত

যদিও নারীবাদ নিয়ে প্রসঙ্গটি উঠেছিল, তবে কথা যখন উঠলই তখন দুকথা বলতে ক্ষতি কি?

অভিজিত রায় বলেছেন, ‘Sunil and Buddha may have changed their stand about Tagore, but there are many scholars both in east and west including Humayun Azad,-----,Bertrand Russell, et al were very negative about Tagore life long.’

প্রথমেই স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল মুক্তমনায় সাম্প্রতিককালে যে নারীবাদ নিয়ে বিতর্ক চলছে তার সাথে আমার এ লেখার কোন যোগ নেই। যেহেতু ‘সুনীল ও বুদ্ধ’-এর মত পরিবর্তনের একটা প্রসঙ্গ উঠল, সেহেতু শুধুমাত্র সেই বিষয়টি নিয়ে একটা একক (স্ট্যান্ডঅ্যালোন) লেখাই লিখছি আমি।

২০০৩ সালে দেশ পত্রিকায় ৪ঠা মে সংখ্যায় ‘রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বের হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত প্রথম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ‘মত-পরিবর্তনের’ জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করেন এবং বুদ্ধদেব বসুর হয়েও সওয়াল করেন। রবীন্দ্রভক্তির একটা সুদীর্ঘ বর্ণনা আমরা নীরদচন্দ্রের লেখায় পেয়েছি। সে ইতিহাস আজ মিথে পর্যবসিত। কিন্তু পুরোহিত বা ভক্তসমাজের হয়ে পাঁচালী লিখতে যেহেতু বসিনি, তাই রবীন্দ্রভক্তির বহুচর্চিত দিকটি নিয়ে আর আলোচনায় গেলাম না।

সুনীলবাবু তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, আমরা স্বচক্ষেও দেখেছি, একদল আছেন যারা মনে করেন রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতা পড়াই যায় না। সুনীলবাবু তাচ্ছল্যভারে তাঁর পূর্বের একটি লেখায় (আনন্দবাজারে এক বিশেষ ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত) অবজ্ঞা করেছে। এখানে তিনি বললেন, ‘...এঁরা জীবনের স্রোত টের পান না,

তঁারা রবীন্দ্রনাথকে অচলায়তন বানিয়ে সেখানে বসবাসের চেষ্টা করেন।’

সুনীলবাবু রবীন্দ্র সমালোচনার তিন যুগের কথা বলেছেন। প্রথম যুগে তাঁকে নানা বিদূষ সহ্য করতে হয়। তাতে সাহিত্য সমালোচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ দুইই ছিল। সে সমালোচনার প্রকৃতি অনুধাবনে আমি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি : রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, সেই ক্ষুদ্রাকার গানগুলি কালের অতলে বিলীন হয়ে যাবে ও বেঁচে থাকবে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যোপম কবিতাগুলি। মন্তব্য নিষ্পয়োজন।

বিশ ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ আবদ্ধ হয়ে পড়লেন, একদল স্তাবকের ফাঁদে। এই শক্তিশালী (সুনীলের কথায় ফাঁদের নামে অনেক আগে রাস্তা হয়েছে ও ফাঁরা টেক্সটবুকে আধিপত্য করেন) গোষ্ঠী তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন নিজেদের গভীতে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিণত হন প্রতিষ্ঠানে। তখনই তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফায় আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের আবার দুটি দিক ছিল, একপক্ষ বাজারি স্বার্থে তাঁর গানের কিছু কদর্য প্যারোডি বাজারে ছাড়েন। আরেক পক্ষ, ফাঁদের হোতা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁদের সম্বন্ধে সুনীলবাবুর মত, ‘এই সময়কার তরুণ লেখকরা রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনা করেননি। তাঁর কোন সৃষ্টিকে দুর্বল কিংবা রস-অনুত্তীর্ণ বলেননি। তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।’

আমার মনে হয়, সাহিত্য জগতে আধুনিক ও প্রাচীন নির্ধারণ করা কিঞ্চিৎ কঠিন কাজ। কলেজে সাম্মানিক স্নাতক পাঠ্যক্রমে আমার শ্রেষ্ঠ লাভ বলে মনে হয়েছিল ম্যাকবেথ। কেন? সে এককথায় অপ্ৰকাশ্য। যিনি ম্যাকবেথ পড়েছেন তিনিই জানেন। অথচ তাঁর রচয়িতা বাস করতেন এমন এক সমাজে, যা মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ভিন্ন ছিল না। তাঁর (কু)সংস্কার, অযৌক্তিকতা সব কিছুতেই আকর্ষণ আচ্ছাদিত ছিলেন লেখক। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? সাহিত্যের দুটি মৌলিক শর্ত তিনি পূরণ করেছেন; এক, তাঁর লেখায় সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে; মানবমন সম্পর্কে তিনি তাঁর নৈপুণ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মোহিত করে রাখতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। (এখানে আবার এমন কথাও উঠছে যে রবীন্দ্রনাথ সতীদাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন। তাহলে তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, তারাশংকর বা কমলকুমার মজুমদারকেও সতীদাহের সমর্থক বলতে হয়। কারণ কাহিনির প্রয়োজনে তাঁরাও মাঝে মাঝে সতীদাহের দৃশ্য এনেছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। সে যা হোক, আমার এখানে তা আলোচ্য নয়।)

আমরা একুশ শতকের বৈঠকখানায় বসে আছি। এখানে বসে ৭০-৮০ বছর

আগের রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলনকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কতটা রবীন্দ্রবিরোধী ছিল। বুদ্ধদেব বসুরা প্রকাশ্য সভায় রবীন্দ্রনাথের মুন্ডপাত করে, রাতে নির্জনে শেষের কবিতা পড়ে অশ্লুপাত করতেন। এ কেমন আন্দোলন? সুনীলবাবু স্পষ্টই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। করেছিলেন রবীন্দ্রানুসারী কবিদের বিরুদ্ধে।

ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়র-বিরোধী একটা আন্দোলন চলেছিল এককালে। বেশিদিন টেকেনি। কারণ, সাহিত্যের ধারা যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যে শেক্সপীয়রের বাহ্যিক প্রভাব একদিন অবলুপ্ত হয়। একথা সত্য শেক্সপীয়রের মত প্রতিভাবান দুটি হননি, একথাও সত্য তাঁকে যথোচিত মর্যাদা ইংরেজরা দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা বাঙালিদের তুলনায় বেশি বাহবাযোগ্য কারণ, তাঁরা এই দুইয়ের ফাঁকে পড়ে সামনের দিকে তাকাতে ভুলে যাননি। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথকে এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছি, যে সেই বাঁধন খুলতে এখন নিজেদেরই বেগ পেতে হচ্ছে।

তার কারণ হিসাবে বলতে পারি, আজকের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার আবশ্যিকতা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। আর ৫০ বছর পর তা পুরোপুরি অবলুপ্ত হবে। সে চিন্তা উঠে যাবে ইতিহাসের মণিকোঠায়। রোহন কুদ্দুস যখন আমায় বলেছিলেন, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আনার জন্য রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন, কারণ তিনি আমাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত, তখন আমি এই কারণেই সে চিন্তা অবাস্তব বলে উল্লেখ করেছিলাম। রোহনের আজ যা মনে হয়েছে, একটা সময় আমারও তাই মনে হত। সে নিয়ে লেখালিখিও করেছিলাম এককালে। কিন্তু ক্রমেই মনে হয়েছে, আজকের সমাজ, তার সমস্যা ও সমাধানসূত্র রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনে পাওয়া সম্ভব নয়। তা শুধু ইতিহাস বই এর মত আমাদের নীতিশিক্ষাই দেয়। সুতরাং তার মূল্যায়নে বসা অবাস্তব কাজ।

আমি বলব, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা নিয়ে কচকচানি ছেড়ে যদি তাঁর সাহিত্য নিয়ে গঠনমূলক মূল্যায়নের কাজে হাত দিই, তবে তা আমাদের সংস্কৃতি জগতের উন্নতিসাধনই করবে। প্রশ্ন উঠবে গঠনমূলক মূল্যায়ন কি? যাঁরা শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্তের রবীন্দ্র-প্রযোজনা দেখেছেন, ঋত্বিক-সত্যজিতের সিনেমা দেখেছেন, কণিকা দেবব্রত স্বাগতালক্ষ্মী রেজওয়ানার রবীন্দ্রসংগীত শুনেছেন এপ্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে অজানা নয়। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর এমন এক প্রাপ্তি, যা পৃথিবীর খুব কম জাতি পেয়েছে। বাঙালীর দোষ তাঁকে আঁকড়ে ধরে তাঁর কোলে চেপে সে পথ চলতে চায়

দুধের শিশুর মত। তা না করে তাঁকে দলে টেনে নিয়ে চলা উচিত। সেটাই হবে প্রধান মূল্যায়ন। শেক্সপীয়রকে সামনে রেখে ইংরেজরা ইংরেজি ভাষাকে বিশ্বের দরবারে তুলেছেন। আমাদেরও বাঙলার কৃষ্টিকে তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথকে প্রয়োজন হবে (বক্তব্যের স্পষ্টতা নির্ধারণের জন্য বলে রাখি, কেউ এ কথার এ অর্থ ধরবেন না, যে আমি বোঝাতে চাইছি আর কারোর প্রয়োজন হবে না)।

পাশ্চাত্য রবীন্দ্র বিরোধীতার ধরণ বোঝা আমার পক্ষে আজও সহজ হয়নি। এই ধরুন, টি. এস. এলিয়ট বা এজরা পান্ডা। রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীনতার ধারক বাহক বলে তাঁর বিরোধীতা করেছেন, অথচ মধ্যযুগের ডান, মারভেল বা মারলোর চর্চাকে তিনিই পুনরুজ্জীবিত করেছেন, সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই জানেন যাদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশী আধুনিকতার দাবি রাখেন। যা হোক, রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের ‘আধুনিকতা’র নানাদিক নিয়ে পরে একটি লেখা দেবার ইচ্ছা রইল।

আপাতত এই কথা বলে আমার লেখা শেষ করছি। কথায় কথায় রবি ঠাকুরের দাড়ি ধরে টানার বদভ্যাস ছাড়ার সময় এসেছে। তা যদি না করতে পারি তো হয়ত একদিন রবি ঠাকুর তেত্রিশ কোটি এক নম্বর দেবতায় রূপান্তরিত হবেন। যেমন, রামনবমীর পূজায় বাল্মীকিকেও পূজা করার প্রথা রয়েছে, তেমন।

অর্ণব দত্ত

কলকাতা

sahitya@yahooogroups.com